

# হিজড়া/ লিঙ্গ বিকাশজনিত ত্রুটি/অস্পষ্ট বা দূর্বোধ্য অথবা রহস্যময় লিঙ্গ/ লিঙ্গ প্রতিবন্ধী সম্পর্কিত জানা-অজানা কিছু কথা

ডা: মো: নজরুল ইসলাম (আকাশ)

কনসালটেন্ট

পেডিয়াট্রিক সার্জারী বিভাগ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়



মানব প্রজাতি যখন ছেলে অথবা মেয়ের স্বাভাবিক লিঙ্গ বৈশিষ্ট্যের বাইরে অন্য কোন শারীরিক বৈশিষ্ট্য নিয়া জন্মায় তখন তাকে হিজড়া/ লিঙ্গ বিকাশজনিত ত্রুটি/অস্পষ্ট বা দূর্বোধ্য অথবা রহস্যময় লিঙ্গ/ লিঙ্গ প্রতিবন্ধী বলা হয়। সেটা হতে পারে ক্রোমোজম, জননাঙ্গ, লিঙ্গ সম্পর্কিত হরমোন বা লিঙ্গ বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতায়। হিজড়া একটা ব্যাপক / ব্যাপ্তিমূলক সংজ্ঞা যেখানে শরীরের স্বাভাবিকের ভিন্নতা বিভিন্ন মাত্রায় হতে পারে, কখনো যাহা জন্মের পরপরই অথবা বয়ঃসন্ধিকালে বুঝা যায়, আবার জীবনের কখনোই জীনের (Genetic test) পরীক্ষা ছাড়া বোঝা প্রায় অসম্ভব। পৌরানিক এবং প্রাক-আধুনিক যুগ থেকেই এই ধরনের বৈশিষ্ট্য সম্বলিত মানব প্রজাতির অস্তিত্ব জানা যায়। যীশু খৃষ্টের জন্মের শত বর্ষ পূর্বে গ্রীক ঐতিহাসিক ডিওডোরাস সিক্যুলাস (Diodorus Siculus) তার “হারমোফ্রডিটাস (Hermaphroditus) লেখায় এদেরকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করেন (“Hermaphroditus is born with a physical body which is a combination of that of a man and that of a women” and with supernatural properties)। পরবর্তীতে ইউরোপ এবং পশ্চিমা বিশ্বে এবং পৃথিবীর অন্যান্য কিছু দেশে এদের আইনগতভাবে অস্তিত্বের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। পৃথিবী জুড়েই এই সমস্যা বিদ্যমান এবং এর সাথে সাথে কিছু সামাজিক কুসংস্কার, অজ্ঞতা, অবহেলা এবং অপরাধ বিদ্যমান। সময়মতো এদেরকে চিহ্নিত করে পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সহায়তার মাধ্যমে চিকিৎসা দিয়ে এদেরকে স্বাভাবিক জীবন-যাপনের সুযোগ দানের মাধ্যমে কুসংস্কার, অজ্ঞতা, অবহেলা এবং অপরাধ হতে ব্যক্তি, সমাজ এবং জাতিকে সহায়তা করা সম্ভব। হিজড়ারাও আপনাদের, আমার মতো সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি, কোন মায়ের গর্ভজাত এবং আমাদেরই কারো ভাই বা বোন। তাই তাদেরকে স্বাভাবিকভাবে গড়ে তোলা এবং সমাজে সম্মানের সাথে বেচে থাকার ব্যবস্থা করা আমাদের সকলেরই দায়িত্ব এবং কর্তব্য। অন্যান্য রোগের / শারীরিক সমস্যার মতো হিজড়া ও একটি শারীরিক বা এন্ডোক্রাইন সমস্যা, যার চিকিৎসাও চিকিৎসাশাস্ত্রে মোটামুটিভাবে প্রতিষ্ঠিত। সময়মত সনাক্তকরণপূর্বক যথাযথ/ ধারাবাহিক চিকিৎসা ব্যবস্থার মাধ্যমে এদের লিঙ্গ পরিচয়ে পরিচিতি করে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব। উপরন্তু এরা পারিবারিক জীবন এমনি বংশবৃদ্ধিতে কখনও কখনও সক্ষম হতে পারে। আসুন আমরা বৈষম্য সৃষ্টি না করে অবহেলার পথ পরিহার করে এদের সহায়তার জন্য এগিয়ে আসি।



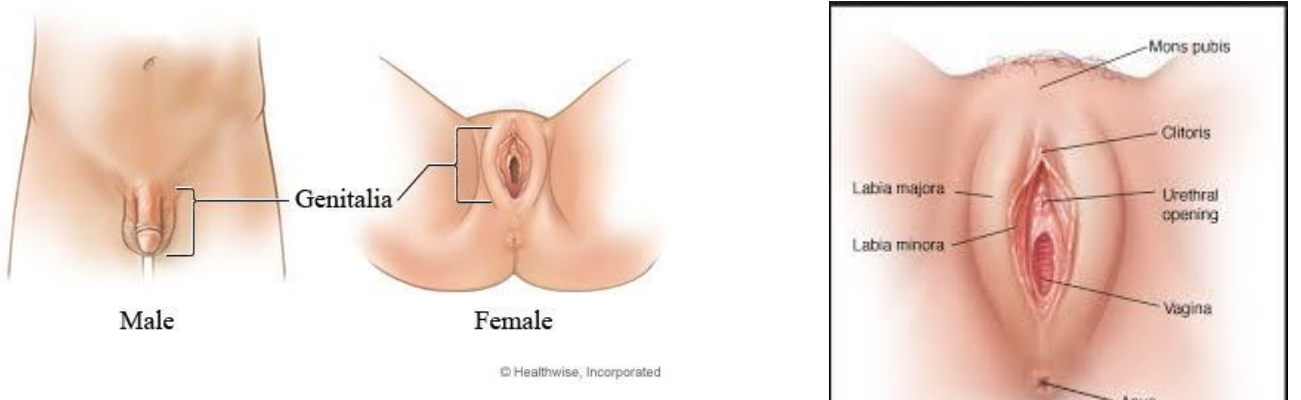
মানবদেহ ২৩ জোড়া ক্রোমোজম দ্বারা গঠিত, তন্মধ্যে ২২ জোড়া দেহকোষ বা অটোজম এবং ১ জোড়া সেক্স ক্রোমোজম বা লিঙ্গ নির্ধারণ ক্রোমোজম। এই ২৩ জোড়া বা ৪৬টি ক্রোমোজমের অর্ধেক মায়ের কাছ থেকে এবং বাকি অর্ধেক বাবার কাছ থেকে আসে। একটি জটিল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই পৃথকভাবে আসা ক্রোমোজমগুলি একিভূত হয়ে নতুন প্রজন্য সৃষ্টি করে। সন্তান ছেলে না মেয়ে হবে তা নির্ধারণ হয় বাবার থেকে আসা X বা Y ক্রোমোজমের উপর নির্ভর করে। বিজ্ঞান বা মানুষ এর নিয়ন্ত্রণ করতে অপারগ, সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছায় বাবার সেক্সক্রোমোজম জোড়া (XY) হতে অর্থাৎ X বা Y গর্ভধারণের সময় মায়ের X ক্রোমোজমের সাথে মিলিত হয়। অর্থাৎ মা সব সময়ই এক জোড়া সেক্স ক্রোমোজম XX বহন করে।

অতএব, সন্তান ছেলে বা মেয়ে হওয়ার জন্য মোটেই মা অভিযুক্ত নয়। বিধাতার নিয়মেই এটা বাবার যে ক্রোমোজমটি ডিম্বানুতে নিষিক্ত হবে তার উপর নির্ভরশীল।

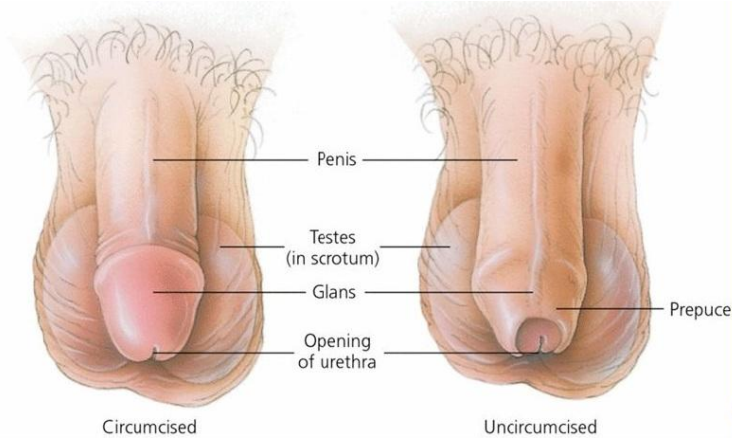
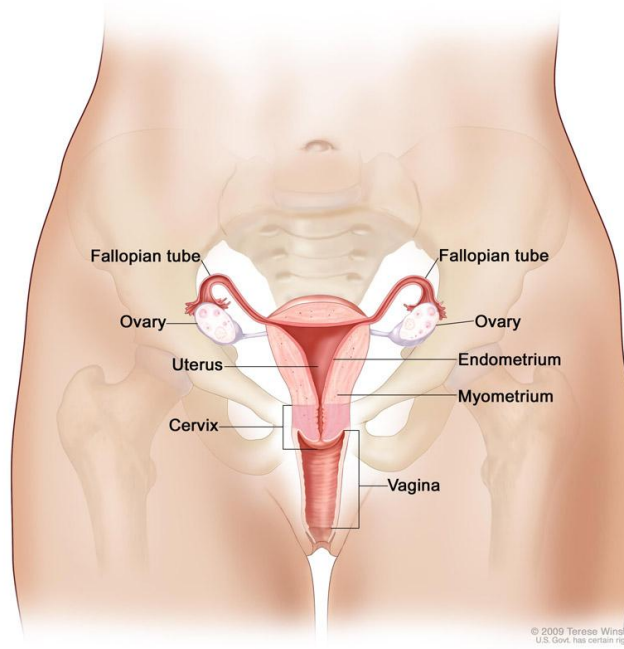
মানুষের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো তার লিঙ্গ পরিচয়। একজন শিশু ভূমিষ্ট হওয়ার পর মানুষের সবচেয়ে বড় আগ্রহ থাকে শিশুটি ছেলে না মেয়ে তা জানার, অর্থাৎ তার লিঙ্গ পরিচয়। সেই লিঙ্গই যদি ত্রুটিপূর্ণ বা অস্পষ্ট অথবা অনির্ধারিত হয় তাহলে যেমন মা বাবার অতিরিক্ত মানসিক চাপ বাড়ে তেমনি সমাজ সংসারেও এর একটা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। আমরা সেই অনির্ধারিত অথবা অস্পষ্ট বা ত্রুটিপূর্ণ লিঙ্গের ব্যাপারে কিছুটা আলোকপাত করতে চাই।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের পবিভাষায় লিঙ্গ নির্ধারণের উপাদান গুলো হল :

- ক্রোমোজমের সংখ্যা এবং ধরণ  
(মানবদেহের মোট ক্রোমোজম সংখ্যা ২৩ জোড়া, ২২ জোড়া দেহ বৈশিষ্ট এবং ১ জোড়া লিঙ্গ বৈশিষ্ট বহন করে, পুরুষের ক্ষেত্রে যা হলো XY এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে XX লিঙ্গ নির্ধারণকারী ক্রোমোজম)।
- লিঙ্গ নিয়ন্ত্রন কারী হরমোন- টেস্টোস্টেরন, ইস্ট্রোজেন, প্রজেস্টেরন ইত্যাদির অসামঞ্জস্যতা।
- জননাঙ্গের শরীর বৃত্তিয় কাঠামো যেমন মেয়েদের ডিম্বাশয়, ডিম্বনালী, জড়ায়ু এবং যৌনীপথ আর ছেলেদের অভকোষ এবং শুক্রনালী।
- বহিঃলিঙ্গের বৈশিষ্ট্য, যেমন ছেলেদের পুরুষলিঙ্গ, অভকোষ এবং অভথলি আর মেয়েদের যৌনীদ্বার যার উপরের দিকে ভগাস্কুর, দুই পাশে বিশেষ চামড়ার ভাজ এবং মাঝখানে যৌনিমুখ ও মুত্রনালীর ছিদ্র থাকে।
- আনুষঙ্গিক বৈশিষ্ট্য সমূহ যা বয়ঃসন্ধিকালে লিঙ্গ বৈশিষ্ট্যকে আরও প্রকট করে, যেমনঃ মেয়েদের মাসিক শুরু হওয়া, স্তন গঠন, শরীরে চর্বির সুবিন্যাস এবং তলপেটের লোমের বিশেষ বিন্যাস। ছেলেদের ক্ষেত্রে দাড়ি-গোফ গজানো, মাংসপেশী সুগঠিত হওয়া, কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন, পুরুষাঙ্গ ও অভকোষের স্থূলতা এবং তলপেটের লোম ছেলেদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য বিন্যস্ত হওয়া।



## Female Reproductive System



হিজড়া অথবা লিঙ্গ বিকাশজনিত ত্রুটি (Disorder of Sex Development) বা অস্পষ্ট লিঙ্গ/ দূবোধ্য বা রহস্যময় লিঙ্গ (Ambiguous Genitalia) হলো বেশকিছু বিরল এবং জটিল লিঙ্গ সম্পর্কীয় ত্রুটির সমষ্টি যেখানে প্রজনন অঙ্গ ভিতরে এবং বাহিরে যথাযথভাবে বিকশিত হয় না।

যদি কারো এ ধরনের ত্রুটি দেখা দেয়, তবে মনে করতে হবে তার মধ্যে পুরুষ এবং মহিলা লিঙ্গের মিশ্র বৈশিষ্ট্য থাকার সম্ভাবনা আছে। কারও কারও সেক্স ক্রোমোজম পুরুষ (XY) অথবা মহিলা (XX) কিন্তু প্রজনন অঙ্গ (Reproductive organ) হতে পারে -

বিপরীত লিঙ্গ বৈশিষ্ট্যের বা

- স্পষ্টভাবে পুরুষ অথবা মহিলার মতো না হওয়া বা
- পুরুষ এবং মহিলার সংমিশ্রিত লিঙ্গ

এই অবস্থার/ সমস্যার/ ত্রুটির কারণ এখনও অস্পষ্ট। ইহা নির্ভর করে লিঙ্গ নির্ধারণের (হরমোনের কার্যক্ষমতা) হরমোন প্রজনন অঙ্গসমূহের উপরে কোন ব্যাপ্তিতে/ কিভাবে কাজ করছে তার উপর।

অনেক ধরনের লিঙ্গ বিকাশজনিত ত্রুটি দেখা যায়। তন্মধ্যে যেগুলি সচরাচর দেখা যায় সেগুলি বর্ণনা করা হলো:

### ১. মেয়ের ক্রোমোজম বহনকারী কিন্তু অস্পষ্ট লিঙ্গ বা ছেলের মত বাহ্যিক লিঙ্গ:

এদের সেক্স ক্রোমোজম XX এবং জড়ায়ু ও ডিম্বানু স্বাভাবিক কিন্তু তাদের বাহ্যিক জননাঙ্গ মেয়েদের বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত নয়। যেমন, তাদের ভগাঙ্কুর (Clitoris) বড় এবং ছেলেদের লিঙ্গের মত হতে পারে এবং যোনীপথ (Vagina) বন্ধ থাকতে পারে। চিকিৎসাশাস্ত্রে এই অবস্থাকে 46 XX DSD বা Female pseudohermaphrodite বলা হয়।

এই সমস্যার প্রধান কারন হলো Adrenal Gland এর জন্মগত অতিবৃদ্ধি বা hyperplasia, যেখানে Cortisol এবং Aldosterone হরমোন তৈরীর জন্য শরীরে যথেষ্ট/ পর্যাপ্ত এনজাইম বা পাচক রসের ঘাটতি থাকে। যার ফলে শরীরে অতিরিক্ত ছেলে হরমোনের (Androgen) আধিক্য দেখা দেয় এবং বাহ্যিকভাবে ছেলে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত লিঙ্গ বহন করে।

এর ফলে কখনো কখনো মারাত্মক শারীরিক সমস্যা দেখা দেয় যেমন, কিডনি সমস্যা এবং তার আশু ব্যবস্থা গ্রহন জরুরী হয়ে পড়ে।

### ২. ছেলের ক্রোমোজম বহনকারী কিন্তু বাহ্যিকভাবে মেয়ের লিঙ্গবহনকারী এবং কিছু অভ্যন্তরীণ ছেলের জননাঙ্গ বিশিষ্ট

এদের সেক্স ক্রোমোজম XY কিন্তু বহিঃজননাঙ্গ পুরোপুরি মেয়েদের অথবা অস্পষ্ট থাকে। জড়ায়ু কখনো থাকে বা নাও থাকতে পারে কিন্তু অভ্যন্তরীণ পেটের মধ্যে বা অস্বাভাবিকভাবে তৈরী হয়। চিকিৎসাশাস্ত্রে একে 46 XY DSD বলা হয় (Male pseudohermaphrodite)।

এর অনেকগুলি কারন আছে, তন্মধ্যে ছেলে হরমোনের প্রতি শরীরের/ জননাঙ্গের কম আসক্তি (Androgen insensitivity syndrome – AIS) অন্যতম। ফলে বাহ্যিকভাবে লিঙ্গ মেয়েদের মত হয়।

### ৩. স্বাভাবিক জননাঙ্গ কিন্তু অস্বাভাবিক লিঙ্গ বিকাশ

কখনও কখনও ক্রোমোজম বৈশিষ্ট্য না হয় XY নতুবা XX। তাদের ক্ষেত্রে একটা X ক্রোমোজম কম (X0) বা বেশি (XXY) হয়। তাদের জননাঙ্গ স্বাভাবিক মেয়ে অথবা ছেলের মত থাকে কিন্তু বয়ঃসন্ধিকালে তাদের লিঙ্গ বৈশিষ্ট্যের বিকাশ হয় না, যেমন: মেয়ে কিন্তু মাসিক শুরু হয় না। চিকিৎসাশাস্ত্রে এই ত্রুটিকে Sex Chromosome DSD বলা হয়।

Sex Chromosome DSD এর মধ্যে এক প্রকার হলো Klinefelter Syndrome, যেখানে ছেলে শিশু একটি অতিরিক্ত X ক্রোমোজম নিয়ে জন্মায় (47XXY)। এক্ষেত্রে তাদের পর্যাপ্ত পরিমাণ পুরুষ হরমোন বা Testosterone তৈরী হয় না। ফলে তাদের জননাঙ্গ এবং শরীরের অন্যান্য অঙ্গের বিকাশ পুরুষের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয় না এবং প্রজননক্ষমতা স্বাভাবিক থাকে না।

আরেক প্রকার হলো Turner syndrome, যেখানে মেয়ে শিশুর একটি X ক্রোমোজম কম থাকে (45X) এবং আক্রান্ত শিশু এবং মহিলারা সাধারণত প্রজননে অক্ষম এবং স্বাভাবিকের তুলনায় খর্বাকার হয়।

## ৪. স্বাভাবিক বহিঃজননাঙ্গ বিশিষ্ট মেয়ে কিন্তু জরায়ু অনুপস্থিত

কিছু কিছু মেয়ে শিশু অসম্পূর্ণ বা অনুপস্থিত জরায়ু এবং জড়ায়মুখ যোনিপথের আংশিক অনুপস্থিতি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু তাদের ডিম্বানু এবং বহিঃজননাঙ্গ স্বাভাবিক থাকে। পাশাপাশি বয়সবৃদ্ধির সাথে সাথে তাদের তলপেটের লোম স্বাভাবিক হতে থাকে। এদেরকে Rokitarsky Syndrome বা MRKH Syndrome বলা হয়। এই সমস্যার কারণ অজানা। তবে ইহা স্পষ্টত ক্রোমোজম সম্বন্ধীয় নয় কারণ তাদের স্বাভাবিক XX ক্রোমোজম থাকে। সাধারণত প্রথম মাসিক শুরু না হওয়া দেখে এদের সনাক্ত করা যায়। যোনিপথ স্বাভাবিকের তুলনায় ছোট হওয়ার কারণে সহবাসও কষ্টদায়ক হয়। জরায়ু না থাকার কারণে এরা গর্ভবতী হতে পারে না।

## ৫. ছেলে এবং মেয়ের সমন্বিত বৈশিষ্ট বহনকারী:

এই ধরনের অতিবিরল বৈশিষ্টের শিশুর ডিম্বাশয় এবং অভকোষ বা শুক্রাশয় উভয়ই থাকে এবং বহিঃজননাঙ্গ ছেলে অথবা মেয়ে অথবা ছেলে এবং মেয়ের মিশ্র বৈশিষ্টের হয়। চিকিৎসাশাস্ত্রে এদের 46XX – Ovo-testicular DSD বা True hermaphrodite বলা হয়।

জন্মপরবর্তী সনাক্তকরণ:

লিঙ্গ বিকাশজনিত ত্রুটিসমূহের কিছু কিছু লক্ষণ বা বৈশিষ্ট জনের পরপরই সনাক্তকরণ সম্ভব যেমন:

- অভকোষের অনুপস্থিতি
- অস্বাভাবিক বহিঃলিঙ্গ
- খুব ছোট পুরুষ লিঙ্গ
- লম্বা ভগাঙ্কুর
- জনের পরপর অস্বাভাবিক/ অবিরাম বমি

বয়ঃসন্ধিকালে সনাক্তকরণ:

বয়ঃসন্ধিকালে লিঙ্গের স্বাভাবিক পরিবর্তন এবং অন্যান্য লিঙ্গ বৈশিষ্টসমূহের স্বাভাবিক বিকাশ না হওয়া, যেমন: মেয়ের মাসিক না হওয়া, স্তনের গঠন না হওয়া, কঠস্বরের অস্বাভাবিক পরিবর্তন, দাড়িগোফ গজানো ইত্যাদি। ছেলের ক্ষেত্রে পুরুষাঙ্গ বড় না হওয়া, দাড়ি-গোফ না গজানো, কঠস্বর এবং পেশীর স্বাভাবিক পরিবর্তন পরিবর্তন না হওয়া ইত্যাদি।

করনীয়:

- নবজাতকের জনের পর শিশুর যত্নের পাশাপাশি মা, বাবা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরকে উপরোক্ত সমস্যাগুলি খেয়াল করে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা গ্রহণে উদ্যোগ গ্রহণ করা।
- এরকম সমস্যা মনে হলে লিঙ্গ নির্ধারণের জন্য চিকিৎসকের পরামর্শক্রমে Karyotyping (জেনেটিক টেস্ট) ও আল্ট্রাসোনোগ্রাম করে লিঙ্গ নির্ধারণ করা এবং পরবর্তী চিকিৎসা ব্যবস্থা গ্রহণ করা।